দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

তারিখঃ ২৯/০৯/২০২৪ (পৃষ্ঠাঃ ০২)

টানা বৃষ্টি ও ঢলে আমনসহ অন্যান্য ফসলের ক্ষতি

গঙ্গাচড়ায় হাজার পরিবার পানিবন্দি

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

টানা বর্ষণ ও উজান থেকে নেমে আসা ঢলে তিস্তাসহ বিভিন্ন নদনদীর পানি বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে আমনসহ অন্যান্য ফসলের বেশ ক্ষতি হয়েছে। রংপুরের গঙ্গাচড়ায় পানিবন্দি হয়ে পড়েছে ১ হাজার পরিবার। নদীর পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় আদিতমারীসহ বিভিন্ন স্থানে নদীতীরবর্তী মানুষ ও চরাঞ্চলবাসী পড়েছেন বিপাকে।

কিশোরগঞ্জ (নীলফামারী) সংবাদদাতা জানান, টানা বৃষ্টিতে তলিয়ে গেছে কৃষকের পাকা আমন ধানখেত ও শাকসবজির মাঠ। ফলে নীলফামারীর কিশোরগঞ্জ উপজেলার কৃষকদের লাখ লাখ টাকার ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে। আগামী কয়েক দিন যদি এরকম আরো বৃষ্টি হয় তাহলে অনেক কৃষক পথে বসে যাবে বলে জানিয়েছেন তারা।

উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, এবার কিশোরগঞ্জ উপজেলায় ৪ হাজার ৮২০ হেক্টর জমিতে আগাম জাতের আমন ধান চাষ হয়। এর মধ্যে হাইব্রিড ব্রি-৯৮, ৭৫, ৭১,,৮৭ ,৮৪ সহ বিভিন্ন আগাম জাতের ধানের চাষ করেছিল কৃষক। এই ধান মাত্র ১০০ থেকে ১২০ দিনের মধ্যেই উৎপন্ন হয় বলে কৃষকরা উঁচু জমিতে এই ধান চাষ করে থাকেন। এবার আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় গত সপ্তাহ থেকে ধান কাটা ও মাড়াই শুরু হয়েছিল। ধান কাটা শুরুর পর কৃষকের বাড়িতে আনন্দের বন্যা শুরু হয়েছিল। কিন্তু গত বৃধবার থেকে সেই আনন্দের বন্যা বিষাদে পরিণত হয়।

শনিবার সরেজমিন দেখা যায়, মাঠের পর মাঠ কৃষকদের স্বপ্নের ধান পানির নিচে তলিয়ে গেছে। যে জমি তুলনামূলকভাবে উঁচু সে জমির ধান জমিতে নুইয়ে পড়েছে। যে জমি কিছুটা নিচু সেগুলো পানিতে ডুবে রয়েছে। বাহাগিলি ইউনিয়নের উত্তর দুরাকুটি হাঁড়িবেচাপাড়া গ্রামের কৃষক একরামুল হক বলেন, আমি দুই বিঘা জমিতে আগাম চায়না ধান চাষ করেছিলাম। ধান পাকায় গত মঙ্গলবার ধান কেটে জমিতে শুকানোর জন্য রেখেছিলাম। কিন্তু হঠাৎ গত বুধবার থেকে ভারী বৃষ্টি শুরু হওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি।

গঙ্গাচড়া (রংপুর) সংবাদদাতা জানান, কয়েক দিনের ভারী বর্ষণ আর পাহাড়ি ঢলে গঙ্গাচড়ায় আবারও তিস্তার পানি বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন ইউনিয়নে ১ হাজার পরিবার পানিবন্দি হয়ে পড়েছে। তলিয়ে গেছে আমন খেত। পানি বৃদ্ধির কারণে চরাঞ্চলসমূহ তলিয়ে গেছে। বিভিন্ন এলাকায় ভাঙন দেখা দিয়েছে। শনিবার বিকালে তিস্তার পানি বিপৎসীমার কাছাকাছি দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল।

আদিতমারী (লালমনিরহাট) সংবাদদাতা জানান, লালমনিরহাটের তিস্তা নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে বিপৎসীমা ছুঁইছুঁই করছে। ইতিমধ্যে পানির চাপ কমাতে তিস্তা ব্যারাজের ৪৪টি জলকপাট খুলে দেওয়া হয়। শনিবার সকাল ৯টায় তিস্তা নদীর ডালিয়া পয়েন্টে পানি প্রবাহ রেকর্ড করা হয় ৫২.০০ মিটার (স্বাভাবিক ৫২.১৫ মিটার)। যা বিপৎসীমার ১৫ মিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। ইতিমধ্যে জেলার তিস্তার তীরবর্তী নিম্নাঞ্চলগুলোতে পানি উঠে পড়েছে। চরাঞ্চলগুলোর ঘরবাড়ি ও ফসলি জমিতে পানি উঠতে শুরু করেছে। এতে নদীতীরবর্তী ও চরাঞ্চলে বসবাসরত মানুষ বিপাকে পড়েছেন। এদিকে তিস্তার পানি বৃদ্ধিতে লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা উপজেলার ছয়টি ইউনিয়নের সাত-আটটি চর ও পার্শ্ববর্তী কালীগঞ্জ, আদিতমারী উপজেলার কয়েকটি চরাঞ্চলের লোকজন পানিবন্দি হয়ে পড়েছে। মহিষখোচা ইউনিয়নের বাহাদুর পাড়া গ্রামে তীব্র ভাঙন দেখা দিয়েছে।

স্টাফ রিপোর্টার, দিনাজপুর অফিস জানায়, টানা দাবদাহের পর গত তিন দিন ধরে অব্যাহত বর্ষণে দিনাজপুরসহ এই অঞ্চলে স্বস্তি মিললেও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা। আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, গত শুক্রবার সকাল ৬টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশের সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয় দিনাজপুরে। এদিকে অব্যাহত ভারী বর্ষণ আর উজানের ঢলে দিনাজপুরের সব নদনদীর পানি বৃদ্ধি পেয়েছে। দিনাজপুর আঞ্চলিক আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তোফাজ্জল হোসেন জানান, জেলায় শুক্রবার সকাল ৬টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে ১৯৭ মিলিমিটার। এ সময়ে এটিই দেশের সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত বলে জানিয়েছেন তিনি।

ডিমলা (নীলফামারী) সংবাদদাতা জানান, তিস্তার পানি বৃদ্ধি পেয়ে বিপৎসীমা ছুঁইছুঁই করছে। তবে বিকাল ৩টায় তিস্তা নদীর পানি ডালিয়া পয়েন্টে ৫২.১০ সেন্টিমিটার যা বিপৎসীমার দশমিক ৫ সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এদিকে পানি বৃদ্ধি পেয়ে প্লাবিত হয়ে পড়েছে নদীতীরবর্তী এলাকা উপজেলার খগা খড়িবাড়ী, খালিশা চাপানী, টেপা খড়িবাড়ী, ঝুনাগাছ চাপানী, পূর্ব ছাতনাই ইউনিয়নসহ বেশকিছু এলাকা। কৃষিখেত ও গবাদি পশু নিয়ে দিশাহারা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো।

পাটগ্রাম (লালমনিরহাট) সংবাদদাতা জানান, তিস্তার পানি বৃদ্ধিতে দহগ্রাম-আঙ্গরপোতাসহ গুচ্ছ গ্রামে পানি ঢুকে পড়েছে। উপজেলার দহগ্রাম-আঙ্গরপোতার কাদেরের চর, গুচ্ছ গ্রামসহ চরাঞ্চলগুলোর ঘরবাড়ি ও ফসলি জমিতে পানি উঠতে শুরু করেছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

তারিখঃ ২৮/০৯/২০২৪ (পৃষ্ঠাঃ ০৭)

পাহাড়ে পাহাড়ে সোনালি ধানের ঝিলিক

ব্যস্ত জুমচাষিরা

■ নাইক্ষ্যংছড়ি (বান্দরবান) সংবাদদাতা

নাইক্ষ্যংছড়ির পাহাড়ে পাহাড়ে এখন সোনালি ধানের ঝিলিক। যতদূর চোখ যায়, সবুজ পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে দেখা মিলছে জুমের সোনালি রঙের পাকা ধান। চারদিকে সুবাস ছড়াচ্ছে জুমের ফসল। এ বছর বৃষ্টি দেরিতে হওয়ায় জুমের ধান বপনে সময়ের ব্যবধান বেশি হয়েছে। এখন জুমচাষিরা দল বেঁধে ধান কেটে জুমঘরে তুলছে নতুন ফসল। সেই সব ধান আবার জুমেই মাড়াই করা হচ্ছে। মাড়াইকৃত ধান খুরংয়ে করে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন জুমচাষিরা।

জানা যায়, পাহাড়িদের একমাত্র ভরসা হলো জুম চাষ। জুম চাষ তাদের একটি আদি প্রথা। এটি তাদের ঐতিহ্যও। পাহাড়ে ডালে যুগ যুগ ধরে তারা পিরামিড পদ্ধতিতে জুম চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে আসছেন। মাঘ-ফাল্গুন মাসে জঙ্গল কাটেন তারা। সে জঙ্গল চৈত্র মাসে শুরু থেকে আগুনে পুড়ে আগাছা পরিষ্কার করা হয়। বৈশাখে সাধারণ ধানের পাশাপাশি বিভিন্ন জাতের সুগন্ধি যুক্ত ধানসহ নানা শাক-সবজি, ফলমূল ও মসলা জাতীয় শস্য বা ফসলের বীজ রোপণ করে থাকেন। ভাদ্র-আশ্বিন মাসে ধান পাকা শুরু হয়। প্রতি বছরের মতো এবারেও জুমে পাকা ধান বা ফসল তোলার মৌসুম বলে জানান জুমিয়ারা।

সরেজমিনে দেখা যায়, উপজেলার নাইক্ষ্যংছড়ি সদর, সোনাইছড়ি, বাইশারী, দোছড়ি ও ঘুমধুম ইউনিয়নের পাহাড়ে পাহাড়ে জুমখেতে পাকা ধানে সয়লাব। নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার সোনাইছড়ি ইউনিয়নের জুমখোলার জুমচাষি অংক্যজাই জানান, গতবারের তুলনায় এবারও ভালো ফলন হয়েছে জুমে।

আলীক্ষ্যং মৌজার ফতই হেডম্যান পাড়ার জুমচাষি মেনসন মুরুং জানান, আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় গত কয়েক বছরের তুলনায় এবার পাহাড়ে জুমের ফলন ভালো হয়েছে। জুমধান ছাড়াও জুমে হলুদ, মারফা, চিনাল আদা, মরিচ, কচু, মিষ্টি কুমড়ো, তিল, ভুট্টা, বরবটিসহ প্রায় ৪০ জাতের সবজির আবাদ হয়েছে। তিনি আরো জানান, জুমের উৎপাদিত খাদ্যশস্য দিয়ে পরিবারের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি উৎপাদিত সবজি ও কৃষিপণ্য বিক্রি করে জুমিয়াদের সংসার চলে। জুমের উৎপাদিত ধান দিয়ে ৬-৯ মাস পর্যন্ত খাবারের জোগান পাওয়া যায়।

উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা রফিকুল আলম জানান, আবহাওয়া অনুকূল ও নিয়মিত পরিচর্যার কারণে এবার নাইক্ষ্যংছড়িতে জুমের ফলন ভালো হয়েছে। জুমে জুমে এখন চলছে ধান কাটার উৎসব। ধান ছাড়াও বাহারি সবজির চাষ হয়েছে জুম ক্ষেতে। নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা এনামুল হক জানান, এবারে নাইক্ষ্যংছড়িতে ৩০০ হেক্টরের কম জমিতে জুম চাষ হয়েছে। তাই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়নি। তিনি জানান, জুমে একসঙ্গে বিভিন্ন ধরনের সবজির চাষ করে জুমিয়ারা। জুমের উৎপাদিত সবজি বাজারে বিক্রির পাশাপাশি পরিবারের সারা বছরের খাবারের জোগান হয়। তার মতে, জুমিয়ারা আধুনিক জাতের ধান ও সবজির বীজ রোপণ করলে লাভবান হওয়া হবেন।

নাইক্ষ্যংছড়ি (বান্দরবান) : জুমের ফসল তুলছেন জুমিয়ারা —ইত্তেফাক